Pratidhwani the Echo
A Peer-Reviewed International Journal of Humanities & Social Science
ISSN: 2278-5264 (Online) 2321-9319 (Print)
***Impact Factor: 6.28** (Index Copernicus International)*
Volume-IX, Issue-I, October 2020, Page No.31-35
Published by Dept. of Bengali, Karimganj College, Karimganj, Assam, India
Website: http://www.thecho.in

প্রসঙ্গ অস্তিত্ব: অস্তিবাদী দর্শ-নর আঙ্গিকে একটি বি-শ্লষণ

জগবন্ধু সরকার
প্রাক্তন ছাত্র, বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়

Abstract:

Existentialism any various philosophies most influential in continental Europe from about 1930 to the mid-20th century that have in common an interpretation of human existence in the world. The word "existence" is the major concept in existentialism. It is used in this philosophy in a very deep sense. The existentialist uses existence specifically on human existence. According to Jean Paul Sartre's "existence comes before essence", which implies that there is no pre-defined essence to humanity excepts that which it makes for itself. Existence is always a being-in-the-world, so to say in a concrete and historically determinate situation that limits or conditions choice. The existentialist also focus on 'Subjectivity`, 'disbelief in God'. 'Choice', 'anguish', 'nothingness', 'absurd', 'death' etc. In this paper I have highlight to analyze the concept of existence regarding on existentialism.

-হ-গলীয় ভাববা-দর প্রভাব -থ-ক মুক্ত হয়ে ক-য়কজন ইউ-রাপীয় দার্শনিক প্রচলিত দর্শ-নর ধারার পরিবর্তন করে অস্তিবাদ নামক এক ব্যতিক্রমধর্মী মতবাদ প্রতিষ্ঠা ক-রন। এই দর্শন শুধু মানু-ষর বাস্তব অস্তিত্ব বিষ-য় আ-লাচনা ক-র এমন নয়, অস্তিত্ব ও স্বাধীনতা সম্প-র্ক মানুষ-ক স-চতনও ক-র। 'অস্তিত্ব' শব্দটি জগ-তর সকল বস্তু সম্প-র্ক ব্যবহৃত হ-ত পা-র, কারণ জগ-তর সকল বস্তুই অস্তিত্বশীল। 'অস্তিত্ব' শব্দটি এ-স-ছ *Ex-sist (Latin: ex-sistere*) -থ-ক যার অর্থ হল *Stand out,* অর্থাৎ (সচেতন) ক্রমবিকাশ বা ক্রম অভিব্যক্তি; অথবা ব্যক্তির অন্তরের বিচিত্র ইচ্ছার বহি:প্রকাশ।[১]

প্রচলিত অ-র্থ 'অস্তিত্ব' বল-ত থাকা বা বিদ্যমানতা-ক -বাঝায়। 'আমি আছি', 'রাম আ-ছ', 'রহিম আছে' ইত্যাদি বাক্যগুলিকে যদি বিরুদ্ধ ভাবে প্রকাশ করি তাহলে হবে 'আমি নেই', 'রাম নেই', 'রহিম নেই'। এই বাক্যগুলিতে 'নেই' পদটির দ্বারা কি বোঝানো হচ্ছে? এই 'নেই' পদটির যাথার্থ্য আমাদের খুঁজ-ত হয় 'আ-ছ' পদটির মাধ্য-ম। 'আমি -নই', 'রাম -নই', 'রহিম নেই' বাক্যগুলিতে 'আমি', 'রাম', 'রহিম' শব্দগুলি অস্তিত্ব সূচক। যদি প্রশ্ন করা হয় 'কী' নেই? উত্তর হবে 'আমি নেই', 'রাম নেই' 'রহিম -নই'। এই 'কী' প্রশ্নটিই অস্তিত্ব-ক সূচিত ক-র। কিন্তু অস্তিবাদী দর্শ-ন 'অস্তিত্ব'শব্দটি একটি বি-শষ অর্থ বহন ক-র। অস্তিবাদী দার্শনিকরা অমূর্ত সামান্যের অস্তিত্ব স্বীকার করেন না, তাঁরা শুধুমাত্র মূর্ত বি-শ-ষর অস্তিত্ব স্বীকার ক-রন। তাঁ-দর ম-ত জগ-ত মানুষ ভিন্ন অন্য -কান কিছুর অস্তিত্ব -নই, তাঁ-দর কাছে 'অস্তিত্ব' মানে ব্যক্তিমানুষের অস্তিত্ব কেননা একমাত্র মানুষ-ই নি-জর অস্তিত্ব সম্প-র্ক স-চতন।

মনুষ্যত্ব বা -টবিলত্ব এই অমূর্ত সামা-ন্যর অস্তিত্ব অস্তিবাদীরা স্বীকার ক-রন না। আত্ম-অতিক্রমন অস্তিত্বের ক্ষেত্রে একটা অপরিহার্য বৈশিষ্ঠ। অস্তিত্ব অর্থপূর্ণ তখনই হবে যখন মানুষ অতীত কর্মজীব-নর স্মৃতি বয়ে নিয়ে বর্তমানকে অতিক্রম করে ভবিষ্যতের কর্মপন্থা রূপায়নে মগ্ন থাকবে। আত্ম-অতিক্রমন বিনা অস্তিত্ব অসম্ভব।

অস্তিবাদ কেবলমাত্র মানব-অস্তিত্ব সম্প-র্ক আগ্রহী। অস্তিবা-দ বলা হয় বাস্তব অস্তিত্ব-ক কখনই একটা ধারণায় রূপান্তরিত করা যায় না কারণ অস্তিত্বের ধারণা কেবলমাত্র অস্তিত্বের সম্ভবনাকে নির্দেশ করে। মানবসত্তা হিসাবে জগতে বেঁচে থাকার জন্য সকল মানুষকেই কিছু না কিছু ক্রিয়া করতে হয়, যেমন জীবনধারনের জন্য ক্রিয়া, সামাজের জন্য ক্রিয়া ইত্যাদি। অস্তিবাদ একটি জীবনভিত্তিক দর্শন। অস্তিবা-দ বলা হয় মানুষের অস্তিত্বকে যুক্তিবৈজ্ঞানিক বিমূর্তায়নে আবিষ্কার করা সম্ভব নয়। আবিস্কার সম্ভব মানুষের স্বাধীনতায়, নির্বাচ-ন, সংক-ল্প, হতাশায়, অপরাধ-বাধ ইত্যাদি-ত। মানু-ষর অস্তিত্ব গঠ-ন স্বাধীনতা, নির্বাচন, হতাশা, সংকল্প, ইত্যাদির অপরিহার্য ভূমিকা আছে। অস্তিবাদে অস্তিত্বের অর্থ ব্যক্তিমানুষের অস্তিত্ব। ব্যক্তিমানুষের মধ্যে আবেগ, অনুভূতি, উদ্যম, নির্বাচন, হতাশা, দায়বদ্ধতা বর্তমান, আর এগুলো বুদ্ধি-ত বা প্রণালীবদ্ধ চিন্তা-ত ধরা প-ড় না। সবসময়ই বক্তিমানুষের অস্তিত্ব অনন্য।

পৃথিবীর একটি মূলতত্ত্ব আছে। সেই মূলতত্ত্বের রহস্য উন্মোচন করাই হলো দার্শনিকদের কাজ। দার্শনিকদের ভাষায় মানুষ যদি সেই তত্ত্বকে উদঘাটন করতে সক্ষম হয় তাহলে দু:খ,কষ্ট থেকে মানুষের মুক্তিলাভ ঘটবে।অস্তিবাদী দর্শনে পৃথিবীর এরকম মূলতত্ত্বের কথা স্বীকার করা হয় না।কিন্তু পাশ্চাত্য দার্শনিক -প্ল-টা, -ডকার্ত প্রমূখ দার্শনিকগন ম-ন ক-রন -য 'মানু-ষর একটি সারধর্ম আ-ছ এবং সারধর্ম অস্তিত্ব-ক নির্ধারণ ক-র।' প্লেটো মনে করতেন পৃথিবীতে আমরা যে সকল বস্তু লক্ষ করি সেগুলি আসলে নশ্বর ছাড়া আর কিছু নয়। তিনি মনে করতেন যুক্তি চিরন্তন, মানুষের জন্মের আগে ও পরে এই যুক্তি থাকে, কারণ মতে আত্মার মৃত্যু হয় না এবং আত্মার, যা মানুষের সত্যকার রূপ, সারধর্ম হল যুক্তি। অতএব প্লেটোর মতে, এই যুক্তি যা নিত্য ও ধ্বংসহীন, তাই মানুষের অস্তিত্বকে গঠন করে। -প্ল-টার চিন্তার প্রতিফলন দেকার্ত ও হেগেলের মধ্যে লক্ষ করা যায়। দেকার্ত যুক্তির আলোকে কতকগুলি জন্ম-লব্ধ ধারণার কথা বলেন, যেগুলির দ্বারা মানুষের জীবন নিয়ন্ত্রিত হওয়াই তার কাছে মানুষের অস্তিত্ব।হেগেল শুধু মানুষের জীবনে নয়, সমগ্র জগতেই যুক্তির বিকাশ লক্ষ্য করেছিলেন,যার ফলে তিনি বলেছিলেন, যা যুক্তিগত, তাই বাস্তব এবং যা বাস্তব, তাই যুক্তিগত। এই রকম যুক্তিপ্রধান দার্শনিক তত্ত্বগুলির কাছে স্বভাবত:ই অস্তিত্ব একটি অপ্রধান স্থান লাভ কর-লা এবং দৈনন্দিন জীব-ন মানু-ষর অস্তি-ত্বর সমস্যা-ক অবজ্ঞার চোখে দেখা হতো।[২]

এখন প্রশ্ন হল সারধর্মই যদি অস্তিত্বকে নির্ধারণ করে, তাহলে মানুষের অস্তিত্বকে যুক্তিসঙ্গত বলা যায় না। এই কথাটি-ক অধ্যাপক মৃনালকান্তি ভদ্র তাঁর অস্তিবাদ গ্র-ন্থ একটি উদাহর-নর সাহা-য্য ব্যাপারটি-ক বুঝি-য় ব-ল-ছন। তিনি বল-ছন, মধ্যযু-গর খৃষ্টান দার্শনিক-দর কা-ছ ঈশ্ব-রর অস্তিত্ব প্রমাণ করা একটা কঠিন কাজ ছিল।-সন্ট অ্যান-স-লম না-ম একজন দার্শনিক বল-লন ঈশ্ব-রর ধারণাটাই এমন -য ঈশ্ব-রর অস্তিত্ব -নই ভাবা য়ায় না। ঈশ্বর বল-ত সর্বশক্তিমান,সর্বজ্ঞ পরিত্রাতা স্বরূপ।ঈশ্বর এমন সর্বশক্তিমান তাঁর থেকে আর কোন সর্বশক্তিমান কল্পনা করা যায় না। ধরে নেওয়া যাক ঈশ্বরের থেকে সর্বশক্তিমান কেউ আছেন, তাহলে কিন্তু ঈশ্বর আর ঈশ্বর থাকছেন না, কারণ ঈশ্বরকে সবথেকে সর্বশক্তিমান বলে ভাবা হয়েছে এবং যা সবথেকে সর্বশক্তিমান তার থেকে আর কেউ সর্বশক্তিমান থাকেন কি করে।সুতরাং ঈশ্বর আ-ছন অর্থাৎ ঈশ্ব-রর সারধর্মই এমন -য ঈশ্বর না -থ-ক পা-রন না।তাঁর সারধর্ম তাঁর অস্তিত্ব-ক

যুক্তিগতভাবে নির্ধারণ করছে। দেকার্তের কণ্ঠেও একই কথা ধ্বনিত হয়।তাঁর মতে, ঈশ্বর সর্বদোষরহিত। কিন্তু তিনি যদি অস্তিত্বহীন হন, তাহ-ল না থাকাটা তাঁর একটি -দাষ এবং তিনি সর্ব-দাষরহিত হ-ত পার-ছন না। অতএব ঈশ্বর আছেন। কিন্তু মানুষের ক্ষেত্রে এমন কথা বলা যায় না। কারণ মানুষের যা সারধর্ম, তা থেকে অস্তিত্ব যুক্তিযুক্তভাবে নিসৃত হয় না।মানুষের অস্তিত্ব তাই আবশ্যকীয় নয়।মানুষ থাক-তও পা-র, না থাক-তও পা-র। সুতরাং মানু-ষর অস্তিত্ব যথার্থ নয় বলে যুক্তিবাদী দার্শনিকরা মনে ক-রন।[৩]

কিয়ের্কেগার্দের মতে, জ্ঞান বা বুদ্ধির দ্বারা অস্তিত্বকে পরিমাপ করা যায় না।স্বাধীনতা ও সংকল্পের সাহা-য্য মানব অস্তিত্ব-ক ধরা যায়। মানুষ প্রথ-ম অস্তিত্বশীল এবং প-র তার সারধর্ম অস্তি-ত্বর ম-ধ্য দি-য় অর্জন ক-র। অস্তিত্ব এমন জিনিস যা-ক অর্জন কর-ত মানুষ-ক সংগ্রামও কর-ত হয়। কি-য়-র্কগার্দ মানুষ ও জগ-তর সম্বন্ধ ব্যাখ্যা ক-র-ছন মানুষ-ক সাম-ন -র-খ। রবীন্দ্রনা-থর ম-তা তাঁর দর্শ-ন আমরা দুই রক-মর আমি'র সন্ধান পাই, বিষয়গত আমি ও সৃজনশীল আমি। কি-য়-র্কগা-র্দর ম-ত, 'আমি'র -কান রূপ মিথ্যা নয়, কিন্তু বিষয়গত আমি 'আমি'র সত্য চূড়ান্ত নয়। তিনিও লক্ষ ক-রছি-লন বিষয়গত আমি 'আমি'র সঙ্গে আরো একটি আমি যুক্ত হয়, যে 'আমি' সৃষ্টি করতে পারে, কল্পনা করতে পারে, নিজের স্বার্থ না দেখে অপরের মঙ্গল কামনা করে। 'আমি'র এই সত্তাকে তিনি *জার্নাল* নামক গ্র-ন্থ *Divine side of man* ব-ল বর্ণনা ক-রছন।[৪] তিনি ম-ন কর-তন, 'আমি'র সত্য -কান প্রভা-বর দ্বারা প্রভাবিত হয় না।

মানু-ষর অস্তি-ত্বর চূড়ান্ত সত্য হ-চ্ছ 'আমি আছি' এই -চতনাই। -চতনার ম-ধ্য দি-য়ই মানু-ষর অস্তিত্ব প্রতিভাত হয়। মানু-ষর অস্তিত্ব পূর্বশ-র্ত বাঁধা নয়, যদিও মানুষ স্বাধীন তবুও মানু-ষর স্বাধীনতা -দহধ-র্মর শর্ত ধ-রই প্রকাশিত হয়। দেহধর্মের শর্তগুলি নিয়েও মানুষের স্বাধীনতার গতি ব্যাহত হয় না। মানু-ষর ম-ধ্য অনন্ত সম্ভাবনা নীহিত থা-ক, মানুষ যা হয়নি তা মানুষ-ক হ-ত হ-ব- এই হ-ত হ-ব চেতনাটাই হল আমিত্ববোধের চেতনা। এই হতে হবে ব্যাপারটি মানুষের স্বাধীনতাকেই সূচিত করে। সার্ত্রের ভাষায় এ-ক বলা যায় নাথিং-নস এর চেতনা। সার্ত্রে অস্তিত্বের সম্ভাবনার দিকটি নির্দেশ করে বলছেন- ''..Nothingness can be nothingness only by nihilating itself expressly as nothingness of the world ; that is, in its nihilation it must direct itself expressly toward this world in order to constitute itself as refusal of the world. Nothingness carries being in its heart."[5]

মানুষ অস্তিত্বশীল হয় কারণ তার অস্তিত্ব বিষ-য় -স স-চতন, এবং মানুষ নি-জই নি-জর নিয়ন্ত্রক ও নিজের মূল্যসমূহের স্রষ্টা। মানুষের এই বৈশিষ্ট্যগুলিকে অস্তিত্ব সূচক বৈশিষ্ট্য বলা যায়। মানুষের স্থির কোন সত্তা থাকে না, মানুষ প্রথমে অস্তিত্বশীল এবং পরে অস্তিত্বের মাধ্যমে ধর্ম অর্জন করে। মানুষ কঠোর -চষ্টার ফলে, প্রতিযোগিতায় মাধ্যমে এবং সংগ্রাম করে 'অস্তিত্ব' কে লাভ করে। চিন্তা, জ্ঞান বা বুদ্ধি দিয়ে মানব-অস্তিত্ব-ক পরিমাপ করা যায় না, সংকপ্প, স্বাধীনতা ও ম-নানয়-নর দ্বারাই মানব অস্তিত্ব-ক ধরা যায়। অস্তিবাদী-দর কা-ছ 'অস্তিত্ব' শব্দটি বিশেষ অর্থ বহন করে। শুধুমাত্র মানুষের ক্ষেত্রেই 'অস্তিত্ব' শব্দটি প্র-যাজ্য। আমরা অস্তিত্ব-ক কখনই একটি ধারণায় রূপান্তরিত কর-ত পারব না, কারণ অস্তি-ত্বর ধারণা শুধুমাত্র অস্তিত্বের সম্ভবনাকেই বোঝায়।

মানুষের জীবন বহু পদার্থের মিশ্রনে তৈরী একটি ক্রম। মানুষ একই সঙ্গে অনেক কিছু যেমন শিল্পী, সাহিত্যিক, আবিষ্কারক, ইত্যাদি। জীবন যাত্রার ক্ষেত্রে মানুষ যেমন প্রবৃত্তির দ্বারা চালিত তেমনি নিবৃত্তির -প্ররণায় গতিশীল। মানুষ ভাল লাগার আন-ন্দ কাজ ক-র, আর সৃষ্টি ক-র নি-জর অস্তিত্ব টিকি-য় রাখ-ত।

মানুষের জীবনের চলার পথে, কার্যের বিভিন্ন ক্ষেত্রে সৃষ্টি করেছে মূল্যবোধ। ভালো, মন্দ, রীতি, নীতি ইত্যাদি পরিমাপ করা হয় মূল্য-বা-ধর দ্বারা। মূল্য-বা-ধর সমষ্টি হল আদর্শ ও নৈতিকতা। আদর্শ ও নৈতিকতা মানুষ-ক মূল্যায়-নর প-থ চালিত ক-র।

পাশ্চাত্য দর্শ-নর ইতিহাস পর্য-বক্ষণ কর-ল আমরা অস্তিবা-দর দুটি রূপ -দখ-ত পাই। একটি হল আস্তিক অস্তিবাদ এবং অপরটি হল নাস্তিক অস্তিবাদ। -সা-রন কি-য়-র্কগার্দ, কার্ল ই-য়সপার্স, গাব্রি-য়ল মা-র্সল আস্তিক অস্তিবাদী এবং নীৎ-স, জাঁ-পল-সার্ত্র, আল্‌বের্ ক্যামু নাস্তিক আস্তিবাদী দার্শনিক। মার্টিন হাইডেগার কে আস্তিক বা নাস্তিক কোন কিছুই বলা যায় না, কারণ ঈশ্বর সংক্রান্ত প্রশ্নে তিনি উদাসীন থাক-তন। আস্তিক আস্তিবাদী দর্শ-ন মানুষই -শষ কথা হ-লও -শষ পর্যন্ত আস্তিক আস্তিবাদী দর্শন ঈশ্ব-রর অস্তিত্বে বিশ্বাসী। অন্যদিকে নাস্তিক অস্তিবাদী দর্শনে মানুষই সবকিছু, ঈশ্বর তাঁদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ নয়।

বিভিন্ন অস্তিবাদী দার্শনিকদের দৃষ্টিভঙ্গি স্বতন্ত্র হওয়াই তাদের কোন একটি গোষ্ঠির অন্তর্ভূক্ত করা যায় না। তাঁরা সত্তা সম্বন্ধে নিজ নিজ বক্তব্য রেখেছেন, কোন একটি দার্শনিক মতবাদ উপস্থাপন ক-রননি। অস্তিবাদী দার্শনিক-দর চিন্তার -কন্দ্রবিন্দু-ত মানু-ষর অবস্থান। একদিক -থ-ক অস্তিবাদ হ-লা মনুষ্য-পরিস্থিতির দর্শন। অস্তিবাদ বিষয়ের দর্শন নয়, বিষয়ীর দর্শন। অস্তিবাদীদের দৃষ্টিভঙ্গি বিষয়ীগত। অস্তিবাদীরা যুক্তির বদলে কর্মকেই গুরুত্ব দিয়েছেন। তাঁরা বলেন যুক্তি বা বুদ্ধি দিয়ে জগতকে সম্পূর্ণ রূপে -বাঝা যায় না। আস্তিক ও নাস্তিক উভয় অস্তিবাদী দার্শনিকরা একমত -য -কান একটি নির্দিষ্ট সূত্রের আকা-র মানবজীব-নর অস্তি-ত্বর ব্যাখ্যা -দওয়া সম্ভব নয়। অস্তি-ত্বর রহস্য উ-ন্মাচন বুদ্ধির দ্বারা সম্ভব নয়। তাঁরা ম-ন ক-রন '-বঁ-চ থাকা' আর 'অস্তিত্বশীল হওয়া' এক জিনিস নয়। অর্থহীন ভা-ব জীবনযাপন করা-ক '-বঁ-চ থাকা' বলা -গ-লও 'অস্তিত্বশীল হওয়া' বলা যায় না। অস্তিত্বশীল হওয়ার অর্থ এক প্রকার বিশেষ ব্যক্তিমানুষে পরিণত হওয়া, যে মানুষ আনন্দে ভবিষ্যতের দিকে এগিয়ে যায়, বিভিন্ন বিকল্প বিচার বিবেচনা করে দেখে, নির্বাচন করে, সিদ্ধান্ত নেয়, ও অঙ্গীকারবদ্ধ হয়।

আধুনিক যুগ প্রযুক্তিবিদ্যার যুগ, বিজ্ঞানের দয়ায় মানুষ আজ উন্নতির চরম শিখরে। প্রযুক্তিবিদ্যা মানু-ষর উপর প্রভাব বিস্তার ক-র-ছ, আর দি-ন দি-ন মানুষ হ-চ্ছ য-ন্ত্রর দাস। যান্ত্রিক সভ্যতার চা-প মানুষ নি-জর অস্তিত্ব-ক ভুল-ত ব-স-ছ, মানু-ষর জীব-ন -ন-ম এ-স-ছ শূন্যতা, মানু-ষর -কান মর্যদা -নই, স্বাধীনতা নেই। মানুষের অস্তিত্ব এখন যন্ত্রের উপর নির্ভরশীল। মানুষকে বুঝতে হবে তার একটা ব্যক্তিসত্তা আছে, সমাজে শুধুমাত্র একজন ভোটার হয়ে থাকলে চমবে না। মানুষকে বুঝতে হবে তার একটা ব্যক্তিসত্তা আছে, ব্যক্তিসত্তা সম্পর্কে মানুষকে সচেতন হতে হবে, বুঝতে হবে অস্তিত্বকে।

সমা-লাচকগণ ব-ল থা-কন অস্তিবাদ বিশ্বযু-দ্ধর পর প্রসার লাভ ক-র-ছ, অস্তিবাদ যুদ্ধোত্তর একটি প্রতিক্রিয়া ছাড়া কিছুই নয়। এ ধারণা এ-কবা-রই ভ্রান্ত। দার্শনিক চিন্তার শুরু -থ-কই বস্তুবাদ, ভাববাদ, জড়বাদ, যান্ত্রিকবাদ প্রভৃতি অনেক দার্শনিক মতবাদ গড়ে উঠেছে।কিন্তু এই প্রচলিত দার্শনিক মতবাদগুলো মানুষের অস্তিত্ব সম্পর্কীয় বাস্তব সমস্যা বাদ দিয়ে গুরুত্ব আরোপ করেছে বস্তু, ঈশ্বর, জ্ঞান, ইত্যাদির উপর। অস্তিবাদই একমাত্র মতবাদ যা মানুষের অস্তিত্ব সম্পর্কীয় অতিবাস্তব সমস্যা নিয়ে আলোচনা ক-র।অস্তিবাদী-দর ম-ত দর্শন অবাস্তব, বিমূর্ত বা কাল্পনিক -কান কিছুর সম্ব-ন্ধ চিন্তন নয়, দর্শন হ-লা জীবনের পথ,বাঁচার পথ।অস্তিবাদ ব্যক্তি মানুষের স্বাধীনতা ও মর্যাদাকে প্রতিষ্ঠা করার এক বলিষ্ঠ দার্শনিক প্র-চষ্টা। আসলে মানুষের অস্তিত্ব, ব্যক্তি-সত্তা, স্বাধীনতা, মর্যাদার প্রতি অবহেলার প্রতিবাদস্বরূপ জন্ম নি-য়-ছ অস্তিবা-দর। অস্তিবাদ তাই একটি বিপ্লবী দর্শন এবং এ বিপ্লব -ঘাষিত হ-য়-ছ শুধু প্রচলিত দার্শনিক মতবা-দর বিরু-দ্ধ নয়, যান্ত্রিক সভ্যতা বা সমাজিক ও রাষ্ট্রীয় একনায়ক-ত্বর বিরু-দ্ধ নয়, বল-ত

-গ-ল -য -কানো মতবাদ ও প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে যেখানে ব্যক্তি-মানু-ষর অস্তিত্ব অব-হলিত হ-য়-ছ বা তার স্বাধীনতা ও মর্যাদা ক্ষুণ্ন হ-য়-ছ।[৬]

তথ্যসূত্র:

১। কি-য়-র্কগার্দ, বীত-শাক ভট্টাচার্য এবং সুবল সামন্ত কর্তৃক সম্পাদিত, এবং মুশা-য়রা, কলকাতা, পৃষ্ঠা-162 -থ-ক উদ্ধৃত।

২। অস্তিবাদ,মৃনালকান্তি ভদ্র,বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়,বর্ধমান পৃষ্ঠা- *2-3* -থ-ক উদ্ধৃত।

৩। ঐ, পৃষ্ঠা- *2-3* -থ-ক উদ্ধৃত।

৪। '' ....The development of my thought upon something which grows together with the deepest roots of my life, through which i am so to speak, grafted upon the divine, hold fast to it, even though the whole world fell apart. That is what i lack and that is what i am striving after. It is the divine side of man, his inward action which means everything, not a mass of information…,`` The Journal of Kierkegaard, Trans and selected by Alerander Dru, Page-45.

5z Being and Nothingness, Jean-Paul Sartre, Translated by- Hazel E. Barnes. Philosophical Library. New York. Page-52.

৬। অস্তিত্ববাদ ও ব্যক্তিস্বাধিনতা, নীরুকুমার চাকমা, বাংমা একাডেমী ঢাকা, পৃষ্ঠা- ৫

গ্রন্থঋণ:

১। ভদ্র, মৃনালকান্তি, অস্তিবাদ ও মানবতাবাদ, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়, বর্ধমান, ১৯৯১।
: অস্তিবাদ, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়, বর্ধমান, ১৯৯৯।

২।চাকমা, নীরুকুমার, অস্তিত্ববাদ ও ব্যক্তিস্বাধীনতা, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, বাংলাদেশ, দ্বিতীয় পুনমুদ্রণ-২০১০।

৩। সরকার, স্বপ্না, অস্তিবাদ ও প্রতিভাস বিজ্ঞান, প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ-২০০৩।

৪। -ঘাষ, সঞ্জীব, প্রতিভাসবিজ্ঞাম ও অস্তিবাদ, ব্যানার্জী পাবলিশার্স, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ-২০০৮।
: জাঁ-পল-সার্ত্র, রত্নাবলী, ১৯৮৪।

৫। Bhadra, Mrinal Kanti, Critical Survey of Phenomenology and Existentialism, Indian Council of Philosophical Research in association with Allied Publishers, 1990.

৬। Blackham, H.J, Six Existentialist Thinkers, Rutledge & Kegan Paul Ltd, Broadway House, Carter Lane, London

৭। Barnes, Hazel E,Translated and with an introduction, Being and Nothingness, Philos.ophical Library, New York, 1956.

৮। Macquarie J and Robinson F.S, Translated, Being and Time, Martin Heidegger

৯। Macquarie, John, Existentialism, Penguin, Books, 1972.